Stenhouse এর গবেষণাধর্মী মডেল (Stenhouse's Research Model 1970)

Stenhouse এর গবেষণাধর্মী মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মনে করেন পাঠক্রম রচনা ও পাঠক্রম মূল্যায়ন কোনো স্বতন্ত্র বিষয় বা প্রক্রিয়া নয়। দুটিই একযোগে অগ্রসর হওয়া উচিত। পাঠক্রমের জায়মান অবস্থায় প্রতিটি পর্যায়ে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য পাঠক্রম রচয়িতা ও মূল্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্ক, পাঠক্রম রচনা ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সেই সম্পর্কই কেন্দ্রীয় বিষয়। কারণ Stenhouse মনে করেন শিক্ষক একজন গবেষক। শিক্ষকের এই গবষক চরিত্র যাতে কোনোভাবেই আবেগ ও উৎসাহের নিচে চাপা পড়ে না যায় তার জন্য একজন বাস্তববাদী হিসাবে মূল্যায়নকারী পাঠক্রম রচনার প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষককে (যদি ধরে নেওয়া যায় শিক্ষকই পাঠক্রম রচয়িতা) নিয়ন্ত্রণ করেন সঠিক নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাস করার কাজে।

এই মডেল অনুযায়ী,

- পাঠক্রম রচয়িতা ও পাঠক্রম মূল্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের বিচারক না হয়ে সহযোগী হিসাবে কাজ করেন।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের মূল দৃষ্টিভঙ্গি একজন গবেষকের মতো। তার

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

উদ্দেশ্য পাঠক্রমকে ত্রুটি ও গুণের ভিত্তিতে বর্জন বা গ্রহণ করা নয়। পাঠক্রমটিকে সর্বোৎকৃষ্ট করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস।

- সেদিক থেকে গবেষণাধর্মী মডেলে পাঠক্রমের জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন ধারাবাহিক ভাবে গবেষণা কার্যের মত চলতে থাকে। কারণ পাঠক্রম কখনই একটি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায় না।
- যে সমস্ত শিক্ষক পাঠক্রম রচনা করেন এবং অন্যরা যাঁরা এর পঠন পাঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই সম্মিলিত ভাবে মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা করতে পারেন।

যখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বনিয়ন্ত্রিত (Autonomous) এবং আত্মবিকাশের (Self development) জন্য দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করে তখন তারপক্ষে পাঠক্রমকে কার্যকর করার পাশাপশি তার ক্রমোন্নয়ণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়। সুতরাং Stenhouse এর মডেল একমাত্র স্বতন্ত্র এবং স্বনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং বিদ্যালয় স্তরে এই মডেলের উপযোগিতা কম কারণ বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রম রচনার দায়িত্ব থাকে কোনো বোর্ড বা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উপর যা তার অধীন অনুমোদিত সমস্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ বিশেষ পেশা এবং কোনো কোনো উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের পাঠক্রম গবেষণা ভালো ফল দেয়।

Stufflebeam এবং Shinkfield এর পরিপ্রেক্ষিত, প্রাথমিক তথ্য, প্রক্রিয়া ও উপজাতফল বিষয়ক মডেল (Stufflebeam and Shinkfields' Context, Input, Process and Product or CIPP Model, 1990)

Stufflebeam এবং Shinkfield উভয়ের মডেলই ধ্রুপদী মডেল হিসাবে গণ্য হয়। এই জাতীয় মডেলের চারটি উপাদান—পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিত, পাঠক্রম রচনার প্রাথমিক তথ্য, পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া এবং উপজাত ফল। সংক্ষেপে এই মডেল CIPP মডেল নামে পরিচিত।

- **পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন (Context evaluation)**—পরিপ্রেক্ষিত অর্থ পাঠক্রমের পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত করার জন্য কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা সঙ্গত? পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়নের লক্ষ্য, পাঠক্রম রচনার পরিপ্রেক্ষিতটি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা, যে জনগোষ্ঠীর জন্য পাঠক্রম প্রয়োজন, বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তার চিহ্নিতকরণ, চাহিদার

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

প্রকৃতি নির্ধারণ এবং কোনো সমস্যা থাকলে তার কারণ নির্ণয় করা। এই সমস্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রধানত সিস্টেম বিশ্লেষণ (System analysis, সমীক্ষা (Survey), প্রামাণ্য তথ্য আলোচনা (Document review), সাক্ষাৎকার, অভীক্ষা, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতামত (Delphi) এই জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। উপরোক্ত পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া তথ্য অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, কোন পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনা করা হবে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী হবে, কীভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং কিসের ভিত্তিতে পাঠক্রমের ভালো মন্দ বিচার করা যাবে। পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং তার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য, ধারণার বিশ্লেষণ, প্রাজ্ঞ মতামত ইত্যাদিকে কাজে লাগায়। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠক্রম প্রয়োগ করার শর্ত ও পরিবেশ সম্বন্ধেও একটি প্রাথমিক কিন্তু নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়।

- **প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়ন (Input evaluation)**—প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়নের উদ্দেশ্য একটি পাঠক্রম পরিকল্পিত হওয়ার এবং বিস্তারিত খসড়ায় রূপান্তরিত হওয়ার পর যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তার প্রয়োগ ঘটবে তার সামর্থ্য ও দুর্বলতার পরিমাপ করে বিকল্প কৌশলগুলির সম্ভাবনা বিচার করা। পাঠক্রম কার্যকর করার কৌশল, প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান এবং অনুরূপ বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করে দেখার কাজটিকে বলা হয়েছে প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ। এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে আছে, সম্পদের বিশ্লেষণ (Resource analysis)—মানব সম্পদ, অর্থ সম্পদ, স্থান ও কাল ইত্যাদি; সম্ভাব্যতার বিশ্লেষণ (Feasibility analysis); তথ্য সম্পর্কিত নথি নিয়ে গবেষণা (Literature research); উদাহরণমূলক কার্যক্রম (Exemplary programme) অর্থাৎ ছোট করে প্রাথমিক অনুসন্ধান (Pilot study) ইত্যাদি। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য পাঠক্রমের গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন অপরিহার্য। সহজ কথায় প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সম্পদের সবচেয়ে সুষ্ঠু ব্যবহার করে পাঠক্রমের গঠন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কোনো প্রচলিত পাঠক্রম অথবা নতুন করে তৈরি হওয়া পাঠক্রমের বেলায় প্রাথমিক তথ্যগুলি একত্রিত করা এবং তার বিশ্লেষণ করার জন্য সাক্ষাৎকার, প্রশ্নোত্তোরিকা, পাঠক্রমের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

আলোচনা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং অনুরূপ কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত কার্যক্রমের একটিই উদ্দেশ্য, যে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে পাঠক্রমটি রচিত হয়েছিল, প্রচলিত পাঠক্রমটি তার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার বিচার করা। এই সমস্ত পদ্ধতির একটি সারসংক্ষেপ মডেলগুলির শেষে দেওয়া হবে।

- **প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন (Process evaluation)**—প্রক্রিয়া অর্থে এখানে পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া এবং পাঠক্রম কার্যকর করার প্রক্রিয়া দুইই বোঝানো হয়েছে। প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠক্রম রচয়িতা এবং পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সকলকেই ক্রমাগত প্রতিসংকেত (Feedback) দেওয়া। এর ফলে মূল্যায়নের পাশাপাশি তারা পাঠক্রমের ক্রমাগত সংশোধন বা পরিমার্জন করে একটি ত্রুটিমুক্ত রূপদান করতে পারেন। Stufflebeam এর মতে প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন অর্থ,

(ক) পাঠক্রমের নক্সায় যে সমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলি চিহ্নিত করা অথবা সম্ভাব্য সমস্যাগুলি অগ্রিম অনুমান করা।

(খ) পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত নক্সার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি কার্যকর করার পন্থা নির্দেশ করা।

(গ) উক্ত পন্থাগুলির বিচার বিশ্লেষণ করা এবং নথিভুক্ত করা।

(ঘ) নক্সা ও তার কার্যকরকরণের পদ্ধতিগত পরিমার্জন কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন মতো প্রতিসংকেত দান।

(ঙ) পাঠক্রম কার্যকর করার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রতিসংকেত দান।

(চ) উপরোক্ত সমস্ত কিছুর প্রামাণ্য নথি (documentation) প্রস্তুতি করা।

বলাবাহুল্য প্রক্রিয়ার মূল্যায়নও জায়মান অবস্থার মূল্যায়ন।

উপজাতফল মূল্যায়ন (Product Evaluation)—পাঠক্রমকে একটি উৎপন্ন দ্রব্য (Product) হিসাবে মনে করা খুব যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ পাঠক্রমের পরিমার্জন প্রক্রিয়া (যা প্রক্রিয়ার কথা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে) ক্রমাগত ধারাবাহিক ভাবে সচল থাকে। তবে যখন কোনো পাঠক্রম শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় তখন সাময়িকভাবে

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

তাকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার উপজাত ফল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবার পঠন-পাঠনের অন্তিমফল শিক্ষার্থীদের যে সাফল্য বা ব্যর্থতা, তাকেও অন্তিমফল বলা চলে। সুতরাং উপজাত ফলের মূল্যায়ন কথাটির অর্থ ব্যাপক। সেজন্য উপজাত ফলের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য,

(ক) পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের বর্ণনা ও বিচার।

(খ) পাঠক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন সম্পর্কিত বর্ণনা ও বিচার।

(গ) পরিমাপ ও সাফল্যের সূচকের সংজ্ঞা দান।

(ঘ) উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী অংশীদারদের (যেমন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ইত্যাদি) নিকট থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত।

(ঙ) নানা বিকল্প কৌশল সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

(চ) সামগ্রিকভাবে পাঠক্রম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যেমন, পাঠক্রমভিত্তিক পঠন-পাঠন যেমন চলছে তা চলতে দেওয়া, পাঠক্রমটি বাতিল করা, পরিবর্তন করা, সংস্কার করা ইত্যাদি।

CIPP মডেলের চারটি পর্যায়কে শ্রেণি বিভাগ করলে দেখা যায়, প্রথম তিনটি জায়মান পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং শেষের পর্যায়টি অন্তিম মূল্যায়ন। নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হল।

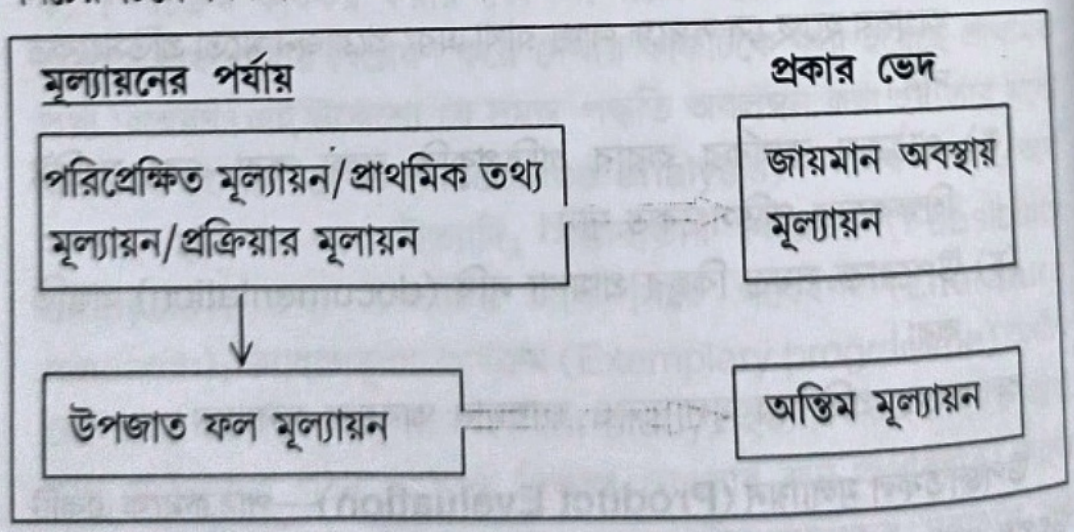

চিত্র ৮.১ : CIPP এর শ্রেণিবিভাগ

অন্যদিকে এই মডেলের চারটি পর্যায়কে সহজে বোঝার এবং মনে রাখার সুবিধার জন্য ৮.২ নং চিত্রটি সংযোজন করা হল। চিত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

তাকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার উপজাত ফল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবার পঠন-পাঠনের অন্তিমফল শিক্ষার্থীদের যে সাফল্য বা ব্যর্থতা, তাকেও অন্তিমফল বলা চলে। সুতরাং উপজাত ফলের মূল্যায়ন কথাটির অর্থ ব্যাপক। সেজন্য উপজাত ফলের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য,

(ক) পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের বর্ণনা ও বিচার।

(খ) পাঠক্রমের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন সম্পর্কিত বর্ণনা ও বিচার।

(গ) পরিমাপ ও সাফল্যের সূচকের সংজ্ঞা দান।

(ঘ) উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী অংশীদারদের (যেমন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ইত্যাদি) নিকট থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত।

(ঙ) নানা বিকল্প কৌশল সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

(চ) সামগ্রিকভাবে পাঠক্রম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যেমন, পাঠক্রমভিত্তিক পঠন-পাঠন যেমন চলছে তা চলতে দেওয়া, পাঠক্রমটি বাতিল করা, পরিবর্তন করা, সংস্কার করা ইত্যাদি।

CIPP মডেলের চারটি পর্যায়কে শ্রেণি বিভাগ করলে দেখা যায়, প্রথম তিনটি জায়মান পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং শেষের পর্যায়টি অন্তিম মূল্যায়ন। নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হল।

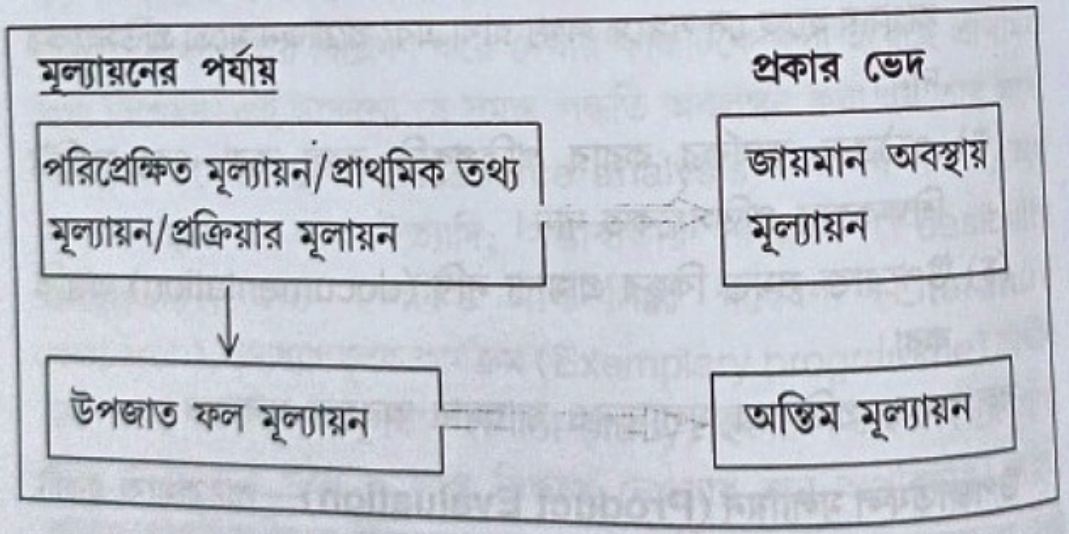

চিত্র ৮.১ : CIPP এর শ্রেণিবিভাগ

অন্যদিকে এই মডেলের চারটি পর্যায়কে সহজে বোঝার এবং মনে রাখার সুবিধার জন্য ৮.২ নং চিত্রটি সংযোজন করা হল। চিত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

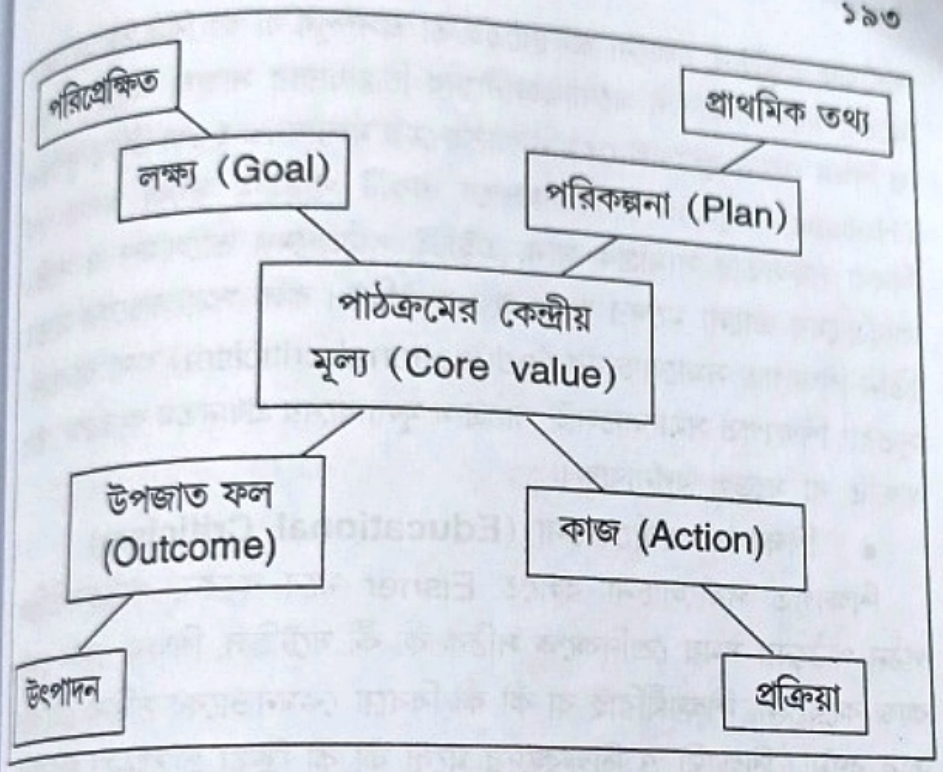

চিত্র ৮.২ : CIPP মডেলের সংক্ষিপ্ত রূপ

• **CIPP মডেলের উদাহরণ (Example of CIPP Model)**

পরিপ্রেক্ষিত (Context)—কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে একটি শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত তা পরীক্ষা করে দেখা।

প্রাথমিক তথ্য (Input)—কাদের জন্য কাদের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষণ দেওয়া হবে, অন্যান্য সম্পদ কী আছে ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া (Process)—কার্যক্রম কেমন ভাবে চলছে, তার পদ্ধতি, নীতি কার্যকারিতা ইত্যাদি কী কী বা কতটা।

উপজাত ফল (Product)—কেমন ধরনের শিক্ষক তৈরি হচ্ছে, তারা কতটা সফল, তারা কতটা দক্ষ ইত্যাদি।

Eisner এর রসবেত্তা মডেল (Eisner's Connoisseurship Model)

Elliot Eisner ছিলেন শিল্পকলার শিক্ষক। তিনি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে একজন শিল্পী ও শিল্পশিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মডেল একটি পূর্ণাত্মক শিক্ষণ ও মূল্যায়নের মডেল। তিনি মনে করেন ছোট ছোট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য খণ্ডিত জ্ঞান বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ জ্ঞান সবসময়ই

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz